গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২৭০ তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৯
২৪ জুন ২০২২

বিষয়: **নড়াইল জেলার হাবিবুল আলম বীর প্রতীক কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো: মাহমুদুল হক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, বিধিবহির্ভূত কর্মকান্ড, দায়িত্ব অবহেলা, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত করণ।**

দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১৫১.২২-১৬৬১৮; ২৭/৪/২২খ্রি. ও ০০.০১.৪১০০.৬৪৩.২৬.০০১.২২-১৮৪৯৭; ২২/৫/২২খ্রি মোতাবেক নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলাধীন পেড়লী গ্রামের ০৩ জন অভিযোগকারী নড়াইল জেলার হাবিবুল আলম বীর প্রতীক কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো: মাহমুদুল হক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, বিধিবহির্ভূত কর্মকন্ড, দায়িত্ব অবহেলা, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ করে দুদকে আবেদন করেন। দুদক কার্যালয় অভিযোগটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাউশিতে প্রেরণ করেন।

অভিযোগের বর্ণনা: যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই মর্মে অভিযাগে করছি যে, জাপনার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন যশারে শিক্ষা বার্ডের অধীন নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার ১১নং পেড়লী : গ্রামে অবস্থিত হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃে মাহমুদুল হক (সহকারী অধ্যাপক ইসলাম শিক্ষা ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, বিধিবহির্ভুত কর্মকান্ড, নিজদায়িত্ব পালনে অবহেলা, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে কোন পরিচালনা কমিটি না থাকলেও তিনি স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির দ্বারা অবৈধভাবে কলেজটির স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। যার ফলে, | কলেজটিতে প্রশাসনিক সংকট সৃষ্টিসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। নিম্নে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃে মাহমুদুল হক এর ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মস্যাৎ ও স্বেচ্ছাচারিতাসহ কয়েকটি অপকর্মের চিত্র তুলে ধরা হলা। ১. কলেজটির নিয়মিত গভর্ণিং বডি গঠনের নিমিত্তে যশারে শিক্ষা বার্ডে কর্তৃপক্ষ গত ১৩/০২/২০১৪ইং তারিখে ৬ মাসের জন্য সর্বশেষ এডহক কমিটি অনুমাদেন দেয়; যার মেয়াদ গত ১২/০৮/২০১১ইং তারিষে শেষ হয়ে গেছে। উক্ত এডহক কমিটিতে কালিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি, অধ্যক্ষকে সদস্য সচিব, নজরুল ইসলাম শেখকে অভিভাবক সদস্য ও প্রভাষক (জীববিজ্ঞান) মাঃে সামছুর রহমানকে শিক্ষক প্রতিনিধি করা হয়। সর্বশেষ এডহক কমিটির মাধ্যমে একটি নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠিত হওয়ার পর আদালতে মামলা হয়। তা সত্ত্বেও উক্ত গভর্ণিং বডি অনুমাদেনের জন্য যশারে শিক্ষা বার্ডে আবেদন (আইডি নং-১৮৯৬৫, তারিখঃ ০৩/০৬/২০১৪ইং) করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বার্ডের কলেজ পরিদর্শক স্বাক্ষরিত একটি পত্রের (স্মারক নং- ক/অ/১৫০২, তারিখঃ ০২/০৭/২০১৪ইং) মাধ্যমে উক্ত গভর্ণিং বডি অনুমাদেন না দিয়ে ১২/০৮/২০১৯ইং তারিখের মধ্যে প্রবিধানমালা-২০০৯ মাতোবেক তফশীল ঘাষেণাপূর্বক পরবর্তী গভর্ণিং বডি গঠনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত এডহক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নতুন করে এডহক কমিটি গঠনের জন্য যশারে শিক্ষা বার্ডের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অদ্যাবধি কোন কমিটি গঠন না করে মেয়াদ উত্তী এডহক কমিটি দ্বারা। নিজের ইচ্ছামত অবৈধভাবে কলেজ পরিচালনা করছেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ (স্মারক নংশিম/শাঃ১১/২(২)/৯৯(অংশ-১)/১২৮৮, তারিখঃ ০৫/১০/২০০২ইং) মাতোবেক উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্ণিং বডি না থাকলে অথবা অন্য

কোন কারণে উল্লেখিত কমিটি ও গভর্ণিং বডির। কার্যক্রম স্থগিত থাকলে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনভাতা উত্তোলনের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের বিলে। রি ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতিস্বাক্ষর করবেন। অথচ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃ মাহমুদুল হক সকল বিধি অমান্য করে মেয়াদ উত্তীর্ণ এডহক কমিটির মাধ্যমে বেআইনীভাবে কলেজ পরিচালনা করছেন। টির সদস্য সচিব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃ মাহমুদুল হক এবং শিক্ষক প্রতিনিধি মাঃ সামছুর রহমান নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অভিভাবক শ্রেণির সদস্য নজরুল ইসলাম শেখকে (মোবাঃ ০১৭২০-৩৩৬৬৭৯) সভায়। আহ্বান না করে তাকে বাদ রেখে বা তার কোনে মতামত না নিয়ে অবৈধ মিটিং/সভা করছেন। অনুষ্ঠিত বিধিবহির্ভুত। সভাসমূহে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উক্ত কমিটির সভাপতি কালিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভায় বেআইনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ও কলেজের তহবিল থেকে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। ৩. ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধি মাঃ সামছুর রহমান যাগেসাজস করে ৫ফুট লম্বা ও ৪ফুট উঁচু সাইজের একটি ফাইল কেবিনেট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকায় ক্রয় করে ইউএনও মহাদেয়ের নিকট প্রকৃত দাম গাপেন রেখে উক্ত কেবিনেটের ক্রয়মূল্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা দেখিয়ে ভাউচার তৈরি করে অবশিষ্ট ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দকৃত টাকায় ৩নং অভিযাগেকারী গভর্ণিং বডির সাবেক সদস্য শেখ আশরাফ উদ্দিন আহমেদ (মাবোঃ ০১৭১১-৫৭৯০৫৩) ভেকু দ্বার ওয়াপার ড্রেন খনন করে কলেজের যাতায়াতের রাস্তার মাটি প্রশস্থ ও উঁচু করে দিয়েছেন। অথচ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মেয়াদ উত্তীর্ণ এডহক কমিটির সভাপতিকে উক্ত রাস্ত করার মিথ্যা তথ্য দিয়ে কলেজের তহবিল থেকে টাকা উত্তোলন করে আত্মস্যাৎ করেছেন। তাছাড়া, এডহক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মাতোবেক শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট নির্মাণের নিমিত্তে ৩৫,০০০/- টাকা তহবিল থেকে উত্তোলন করে। টয়লেট নির্মাণ না করে অবৈধভাবে উক্ত টাকা নিজের কাছে রেখে ৬মাস পর মাত্র ১০,০০০/- টাকা খরচ করে অস্বাস্থ্যকর কাঁচা টয়লেট তৈরি করে অবশিষ্ট ২৫,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধি। মাঃ সামছুর রহমান যাগেসাজস করে কমিটির নির্ধারিত মিটিং ছাড়াও অতিরিক্ত মিটিং দেখিয়ে খরচের ভাউচার তৈরি করে টাকা আত্মস্যাৎ করেছেন। সর্বোপরি, কলেজ অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মাণ করার জন্য একটি কক্ষের মধ্যে পার্টিশন তৈরি করতে অতিরিক্ত টাকা খরচ দেখিয়েছেন। অথচ বঙ্গবন্ধু কর্ণার চাল না করে কয়েকটি ছবি ক্রয় করে অবাস্তব খরচ দেখিয়ে ভাউচার তৈরি করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও কোন ক্রয়-বিক্রয়/অর্থ কমিটি গঠন না করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার পছন্দের শিক্ষক মাঃ সামছুর রহমানের যাগেসাজসে বিভিন্ন খাতে ইচ্ছেমত খরচ দেখিয়ে মিথ্যা ভাউচার তৈরি করে কলেজের টাকা আত্মসাৎ করেছেন ও করছেন। কলেজের রেজুলেশনের খাতা ও খরচের ভাউচারসমূহ পর্যালাচেনা করলেই বর্ণিত অভিযাগেসমূহের সত্যতা প্রমাণিত হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ উক্ত কমিটির সদস্য সচিব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধি মাঃ সামছুর রহমান যাগেসাজস করে কমিটির সভাপতি কালিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহাদেয়কে ভুল বুঝিয়ে আনুমানিক ১,৭৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা কলেজের তহবিল থেকে অবৈধভাবে উত্তোলন করে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিয়েছেন। ওই সময় এডহক কমিটির সদস্য ও গভর্ণিং বডির সাবেক সভাপতি ১। নজরুল ইসলাম শেখ (মাবোঃ ০১৭২০-৩৩৬৬৭৯), ২। স্থায়ী দাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি মাঃ ইমরানুল হক মিসা মাল্যো, (মাবোঃ ০১৭১১-২৮০২০০) ৩। কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য আব্দুল মান্নান পানু শেখ ৪। গভর্ণিং বডির সাবেক সদস্য ১নং অভিযাগেকারী মাল্যো টিপু সুলতান (মাবোঃ ০১৭১২-৩৮৬৬৩৫) সহ কলেজের শুভাকাঙ্খী স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি জানতে পেরে কলেজের তহবিল থেকে টাকা উত্তোলন না করার জন্য অনুরাধে করা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করে ভাগ-বন্টন করে দেন। যার ফলে কলেজটি আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৫. করানোকালীন সময়ে দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালে বিষয়ভিত্তিক অনলাইন ক্লাশ পরিচালনার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কৃষিশিক্ষা বিষয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক উক্ত কলেজের জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক মাঃ সামছুর রহমান কৃষিশিক্ষা বিষয়ে কোন ক্লাশ করেননি। অথচ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অভিভাবক সদস্য নজরুল ইসলাম শেখের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে মাঃ সামছুর রহমানকে উক্ত ১৮ মাসের সম্মানী বাবদ ২৭,০০০/- টাকা অবৈধভাবে প্রদান করে কলেজটিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন। ৬. ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃ মাহমুদুল হক একজন জামাতপন্থী ও সরকার বিরাধেী ব্যক্তি। তিনি সরকারী নির্দেশনা অমান্য করে স্বেচ্ছাচারীতার সঙ্গে কলেজের কার্যক্রম অবৈধভাবে পরিচালনা করছেন। তার অবহেলার কারণে সরকার প্রদত্ত ‘শেখ

রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব’ অদ্যাবধি চালু হয়নি। ফলে, ল্যাবের কয়েক লক্ষ টাকার কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমনকি, তিনি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু না করায় প্রজেক্টরগুলাে অকেজো/অচল হতে বসেছে। তিনি নিয়মিতভাবে কলেজে না এসে ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনি ছুটি না নিয়ে কলেজে অনুপস্থিত থাকলেও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। এমনকি, তিনি ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক হলেও শিক্ষার্থীদের ঠিকমত পাঠদান করেন না। যে কারণে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে কোন শিক্ষার্থী ইসলাম শিক্ষা বিষয় নেয়নি এবং ২০২০-২০২১ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায় অসৌজন্য আচরণ করেন। সম্প্রতি তিনি ফাজেল আহম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য মাঃে আলম শেখের (মাবোঃ ০১৭২৮-০৭১৭২৩) সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ করেছেন ও ইউএনও মহাদেয়কে বলে তাকে শাকেজ করার হুমকি প্রদান করেছেন। এক কথায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের আচরণে এলাকার সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; যা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃে মাহমুদুল হক মূলতঃ একজন অসৎ, লাভৌ ও অর্থ আত্মসাৎকারী পরিবারের সদস্য। তিনি মাদ্রাসার নামে ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা অনুদান সংগ্রহ করে এবং বিলুপ্ত একটি মাদ্রাসায় চাকুরী দেয়ার প্রলাভেন দেখিয়ে স্থানীয় বেকার যুবকদের নিকট থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা গ্রহণ করে চাকুরী না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। রি আপন বড় ভাই আবুল খায়ের আব্দুল হক খান জনতা ব্যাংক লিঃ, তাপেখানা রাড়ে, ঢাকা শাখায় চাকুরীতে থাকাকালে ব্যাংকের প্রায় অর্ধ কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে গাপেনে কৌশলে আমেরিকা পালিয়ে যাওয়ার পর তার নামে মামলা হয়। উক্ত মামলায় তার নামে গ্রেফতারী পরায়োনা বলবৎ রয়েছে। যে কারণে অদ্যাবধি তিনি দেশে ফিরে আসেননি। তার আপন সেজো ভাই সেলিম খান গ্রামে একটি সমিতি গঠন করে প্রায় পাঁচ শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র মানুষের নিকট থেকে ২৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে গিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত রয়েছে। অতএব, মহাদেয়, বিনীত আরাজে, উপরে উল্লেখিত অভিযাগেসমূহ মহাদেয়ের অধীনস্থ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশ্যে সরেজমিনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে তদন্তপূর্বক হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাঃে মাহমুদুল হককে অপসারণসহ তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করতে একান্ত মর্জি হয়।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ ১২ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিচালক ও উপপরিচালক (কলেজ) , মাউশি, আ◌ান্চলিক কার্যালয়, খুলনাকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২৪-৬-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক
ফোন: +88-02-223351057
ইমেইল: dg@dshe.gov.bd

বিতরণ :
১) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা অঞ্চল, খুলনা
২) উপপরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখা, মাধ্যমিক ও
উচ্চ শিক্ষা খুলনা অঞ্চল, খুলনা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২৭০/১(৩)

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৯
২৪ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন
২) অধ্যক্ষ, .হাবিবুল আলম বীর প্রতীক কলেজ, কালিয়া, নড়াইল।
৩) জনাব মোল্যা টিপু সুলতান, অভিভাক সদস্য, গভর্নিং বডি, পেড়লী, কালিয়া, নড়াইল ও অনেকে

২৪-৬-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক